সাতদিন

১২ সেপ্টেম্বর : নাইকোর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ (ফ্রিজ) করতে বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এছাড়াও পাওনা পরিশোধ না করার নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশ সরকারকে।

পুরান ঢাকার দুটি কারখানায় একটানা চার ঘন্টা গোয়েন্দা পুলিশের অভিযানে জেএমবির দ্বিতীয় দফা হামলার পরিকল্পনা ফাঁস হয়েছে।

১৩ সেপ্টেম্বর : ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলায় আইজির রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছে আওয়ামী লীগ।

বগুড়া ও দিনাজপুর থেকে আড়াই হাজার চকলেট বোমা উদ্ধারসহ দু জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

১৪ সেপ্টেম্বর : বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে মার্কিন আইনজীবী উকিল নোটিশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে।

প্রতি কিলোমিটারে বাসের ভাড়া ৮০ পয়সা এবং মিনিবাসের ভাড়া ৮৩ পয়সা নির্ধারণে সরকার ও মালিক পক্ষ একমত হয়েছে ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল থেকে জঙ্গি সন্দেহে ছাত্রসহ দু'জনকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ।

১৫ সেপ্টেম্বর : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬০তম অধিবেশনে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের দ্ব্যর্থহীন নিন্দার কথা পুনর্ব্যক্তি করেন প্রধানমন্ত্রী।

ঢাকার কাফরুলে ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র কামরুল হত্যার ঘটনায় মতিঝিল থানার ওসিকে ক্লোজ করা হয়েছে।

১৬ সেপ্টেম্বর : রাজশাহীর পাকচানপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৬৪টি তাজা বোমা, চারটি রিভলবার ও বিপুল সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ।

১৭ সেপ্টেম্বর : নাটোরে বোমা তৈরির সরঞ্জামসহ ৫ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ শাখা ছাত্রদল সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোহাগকে ক্যাম্পাসেই গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা।

ছুটির ফাঁদে দেশবাসী

দু'দিন হরতাল, একদিন শবেবরাত, রবিবার, চারদিন সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে ১৬ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত টানা ছুটির আমেজ। দীর্ঘ এই কর্মবিরতি দেশের নাজুক অর্থনীতিকে আরো চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ১৮ তারিখে সিপিবি'র হরতালে রাস্তা ঘাটের চিত্র স্বাভাবিক ছিল। দোকান পাটও বেশিরভাগ খোলাছিল। তবে ব্যবসা বাণিজ্য যা ক্ষতি করার করেছে এই নিরুত্তাপ হরতাল। ২১ তারিখে আবার হরতাল ডেকেছে আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল। এই হরতাল প্রথমে ডাকাহয়েছিল ১৮ তারিখে, কিন্তু পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করে ২১ তারিখ নির্ধারণ করে তারা। হরতালের তারিখ পরিবর্তনের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলো যে ব্যাখ্যাই দিক না কেন, মূল কারণ হলো অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশন কর্তৃক চিঠি প্রদান।

সেই চিঠির প্রেক্ষিতে বিরোধীদল হরতাল পিছিয়ে ২১ তারিখ নির্ধারণ হয়। অলম্পিক মশাল ঐদিন বাংলাদেশে আসবে বলে অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন আওয়ামীলীগকে হরতালের তারিখ পরিবর্তনের জন্য কড়াভাষায় চিঠি দেয়। যদিও বিরোধীদল প্রথমে বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও বিষয়টি প্রকাশ হয়ে যায়।

এর আগে আমরা দেখেছি এসএসসি পরিক্ষার দিনও আওয়ামীলীগ হরতাল দিয়েছিল। সেদিন সর্ব মহল থেকে সেই হরতাল প্রত্যাহার করার অনুরোধ করাহলেও তা আমলে নেয়নি। ঐদিন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল হরতাল ডেকে নিজের ব্যাংকের মিটং-এ গিয়ে আবার চেয়্যারম্যান হয়েছেন! জনগনের দাবিতে হরতাল পিছায় না, তবে এক বিদেশী হাইকমিশনের এক চিঠিতেই হরতাল পিছিয়ে যায়! তবে তাদের কাজে কে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী হাইকমিশনার না দেশের জনগণ?

বিরোধী দলে থাকলে হরতাল করে, আর সরকারি দলে থাকলে হরতালের বিপক্ষে কথা বলে এটাই আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের সংস্কার। এ থেকে রাজনীতিবিদরা এখনো বের হতে পারেনি। উপরন্তু হরতালের দিন দেখা যায় বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা দু'এক জায়গায় বিচ্ছিন্ন পিকেটিং করে এবং বিকেলে একটা সংবাদ সম্মেলন করে। কর্মীরা হরতালের দিন অল্পবিস্তর মাঠে থাকলেও নেতারা ঠিকই ঘরে বসে এসির হাওয়া খান।

মঈন শামীম

বিরোধী দলে থাকলে হরতাল করে, আর সরকারি দলে থাকলে হরতালের বিপক্ষে কথা বলে এটাই আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের সংস্কার। এ থেকে রাজনীতিবিদরা এখনো বের হতে পারেনি। উপরন্তু হরতালের দিন দেখা যায় বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা দু'এক জায়গায় বিচ্ছিন্ন পিকেটিং করে এবং বিকেলে একটা সংবাদ সম্মেলন করে

টিআইবির প্রতিবেদন

পুলিশ শীর্ষ দুর্নীতিবাজ

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান ব্যাধি দুর্নীতি। রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি এমনভাবে বাসা বেঁধেছে যে ব্যাধির চেয়ে অধিক বড় আকার ধারণ করেছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের ২০০৪ সালের সংবাদপত্র ভিত্তিক দুর্নীতির বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা টিআইবি।

প্রতিবেদনে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়েছে তাতে দেখা যায়, দুর্নীতিতে শীর্ষে রয়েছে পুলিশ। এর পর পরই রয়েছে শিক্ষক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন এবং যোগাযোগ খাত। দুর্নীতিতে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৪শ' ১৩ কোটি ৯ লাখ ১৬ হাজার ৪শ' ৮৯ টাকা।

আর্থিক ক্ষতির দিক থেকে যোগাযোগ খাত দুর্নীতির শীর্ষে। মানুষের মূল্যবোধের অবনতি, দারিদ্র্য, দ্রব্যমূলের উর্ধ্বগতি, লাগামহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা দুর্নীতির প্রধান কারণ। দুর্নীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

অন্যদিকে শীর্ষস্থান অধিকারী পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে থানা ও ট্রাফিক পুলিশের ঘুষ গ্রহণের প্রবণতা বেশি। এখানে আরও একটি ব্যাপার লক্ষণীয় তা হলো, পুলিশ শুধু ঘুষ গ্রহণের মতো দুর্নীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। বরং ছিনতাই-ডাকাতির মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে! দেশের বিদ্যমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি তথা দেশে কোনো প্রকার আইনের শাসন না থাকার কারণে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।

টিআইবি সংবাদ পত্রের উৎসভিত্তিক দুর্নীতি নিয়ে গবেষণা কাজ শুরু করেছে ২০০০ সাল থেকে। এ নিয়ে মোট ৭টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তবে টিআইবি বারবার বাংলাদেশকে যেভাবে বহির্বিশ্বে উপস্থাপন করছে তা কতটা শোভন তাও ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। বাংলাদেশেরও কি কোনো ইতিবাচক দিক নেই যা টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে আসতে পারে? টিআইবির মতে দুর্নীতি দূর করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনকে কার্যকর করতে হবে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত দুর্নীতি বিষয়ক প্রতিবেদনগুলো যাচাই করতে হবে এবং যাচাই করার জন্য সেল গঠন করতে হবে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণালয়ে বিশেষ সেল গঠন করা যেতে পারে, দুর্নীতির কারণ ও প্রতিকার নির্ধারণ করা এবং পাঠ্যক্রমে সততা ও নৈতিকতা বিষয়ক শিক্ষা যুক্ত করা ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। আমরা টিআইবির সঙ্গে একমত পোষণ করি এবং সরকার এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবেন এ আশা করছি।

রহমান জুলফিকার

নিজামী লাঞ্ছিত

জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামীকে লাঞ্ছিত করেছেন বিক্ষুব্ধ বিএনপি নেতা-কর্মীরা। খুলনা হার্ডবোর্ড মিলে পুনরায় উৎপাদন শুরুর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানে নিজামী প্রধান অতিথি এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের হুইপ মোঃ আশরাফ হোসেন এবং খুলনার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল। সকাল পৌনে ১০টায় এ অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও আধা ঘণ্টা আগে ৯টা ২৫ মিনিটে বিশেষ অতিথিদের বাদ রেখেই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রধান অতিথি।

বিশেষ অতিথি দু'জন পরে এসে এ ঘটনা জানতে পারলে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। হুইপ মিলের এমডির কাছে আগেভাগে অনুষ্ঠান শেষ করার কারণ জানতে

মতিউর রহমান নিজামীকে এভাবেই ঘিরে ধরেছিল উত্তেজিত বিএনপি নেতা-কর্মীরা

চাইলে তিনি জানান, ভিআইপি চলে আসায় তারা অনুষ্ঠান শুরু করে দেন। এরপর ভিআইপির ব্যাখ্যা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ বিএনপি কর্মীরা বিসিআইসির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অবঃ) ইমাম-উজ-জামান এবং হার্ডবোর্ড মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুঃ শামসুল হককে মারধর শুরু করে। মতিউর রহমান নিজামী বিক্ষুব্ধ কর্মীদের থামানোর চেষ্টা করলে তাকে উদ্দেশ্য করেও গালিগালাজ করা হয়।

পুলিশ নিজামী ও অন্য কর্মকর্তাদের হার্ডবোর্ড মিলের এমডির রুমে নিরাপদ হেফাজতে নিয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা ঐ রুমের দরজায়ও লাথি-ঘুষি মারতে থাকে।

এদিকে খুলনার ঐ ঘটনায় বিএনপির উচ্চ পর্যায়ে তোলপাড় শুরু হয়। অনেক সিনিয়র নেতা একে জামায়াতের বাড়াবাড়ি ও ঔদ্ধত্য হিসেবে ব্যাখ্যা করে পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তাব করেন। পরবর্তীতে মতিউর রহমান নিজামী দুঃখ প্রকাশ করলে এবং এমন ঘটনা ভবিষ্যতে আর ঘটবে না বলে অঙ্গীকার করলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

২০০২ সালের ১৫ ডিসেম্বর লাভজনক একটি শিল্প খুলনা হার্ডবোর্ড মিলকে হঠাৎ করেই বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এর প্রতিবাদে শ্রমিকরা দীর্ঘদিন আন্দোলন করে। অবশেষে ২০০৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর পুনরায় মিলটি চালু হয়। আর এর সূচনাতেই এমন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলো।

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L\‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১

সন্ত্রাসের বলি ছাত্রদল নেতা

সন্ত্রাসীর গুলিতে এবার নিহত হলো ছাত্রদল নেতা আরিফুল ইসলাম সোহাগ। প্রকাশ্যে দিনেরবেলায় শত শত ছাত্রের সামনে সন্ত্রাসী দল সোহরাওয়ার্দী কলেজ ছাত্রদল সভাপতি সোহাগকে গুলি করে হত্যা করে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। র‍্যাব, চিতা, কোবরাসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা বাহিনীর তৎপরতা বাড়লেও রাজধানীর আন্ডার ওয়ার্ল্ডের যে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি এ ঘটনা তারই প্রমাণ।

সোহরাওয়ার্দী কলেজের পেছনের অংশে রাজধানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাদকসম্রাট বুদ্দিনের আখড়া। প্রতিদিন কয়েক লাখ টাকার মাদকদ্রব্য বিক্রি হয় এই বস্তিতে। মাদকের টাকার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মাদকসম্রাট বুদ্দিনের সঙ্গে সোহাগের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না। কলেজ ছাত্রদের মাঝে মাদক বিক্রি করতে সোহাগ একাধিকবার নিষেধ করেছিলেন। সর্বশেষ মাদক অধিদপ্তরের লোকজন নিয়ে বিপুল পরিমাণ ফেনডিলি ধরিয়ে দেন।

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মাদক সম্রাট বুদ্দিন। এ ঘটনার জের ধরে বুদ্দিনের ভাড়াটে খুনিরা সোহাগকে খুন করতে পারে বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেন। এর পাশাপাশি সাগর হত্যার আসামিকে ধরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সোহাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন যে কারণে ছাত্রদলের সোহেল গ্রুপ তার ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করছিল। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণেও তাকে হত্যা করা হতে পারে। সন্ত্রাসীদের হাতে ছাত্রদল নেতার এ অকাল মৃত্যু কারো কাম্য নয়। খুনি যেই হোক, তাকে চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। একের পর এক ছাত্রনেতা লাশ হবে আর আমাদের প্রশাসন চেয়ে চেয়ে দেখবে তা হতে পারে না। খুনি যেই হোক তার শাস্তি হওয়া উচিত।

নিহত ছাত্রদল নেতা আরিফুল ইসলাম সোহাগ

মাদকের টাকার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মাদকসম্রাট বুদ্দিনের সঙ্গে সোহাগের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না। কলেজ ছাত্রদের মাঝে মাদক বিক্রি করতে সোহাগ একাধিকবার নিষেধ করেছিলেন। সর্বশেষ মাদক অধিদপ্তরের লোকজন নিয়ে বিপুল পরিমাণ ফেনডিলি ধরিয়ে দেন

ক্যাটরিনা নিয়ে প্রতারণা

ক্যাটরিনা, আমেরিকার একটি অংশের মানুষের কাছে একটি দুঃসহ আতঙ্কের নাম। প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে মানুষের ক্ষমতাকে কতোটা এলোমেলো করে দিতে পারে সেটাই আরেকবার প্রত্যক্ষ করলো বিশ্ববাসী। কিন্তু যে মুহূর্তে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের সবার কাজ করার কথা সে মুহূর্তেই একদল মানুষ এই দুর্যোগকে পুঁজি করে নোংরা ব্যবসায় মেতে উঠেছে। এমনই একটি প্রতিষ্ঠান হলো, 'হোম কম্পিউটার্স এন্ড কনসালটেন্সি'। ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে তাদের অফিস। ঠিকানাঃ ৮৮/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪। ফোন ৭৫২২৬৩৫। এরা নিজেদের আরেকটি প্রতিষ্ঠানের 'ফ্র্যাঞ্চাইজি' বা প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এই মূল প্রতিষ্ঠানটির নাম ও ঠিকানা যথাক্রমে 'রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলস অনলাইন', বাড়ি-২১০, রোড-২ (পূর্ব), বারিধারা ডিওএইচএস ঢাকা। এই প্রতিষ্ঠানের আইটি ডিপার্টমেন্টের রাসেল জনের সঙ্গে আলাপকালে জানা যায় তাদের মূল কার্যক্রম হলো বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি আদান-প্রদানে সহায়তা প্রদান করা। কিন্তু তারা তাদের কার্যক্রমের জন্য কোনো প্রকার 'ফ্র্যাঞ্চাইজি' প্রদান করেননি। উপরন্তু ক্যাটরিনা দুর্গতদের জন্য তাদের নির্দিষ্ট কোনো কার্যক্রমও নেই।

যাত্রাবাড়িতে ব্যানার ঝুলিয়ে প্রতারণা চলছে

কিন্তু তা সত্ত্বেও 'হোম কম্পিউটার্স এন্ড কনসালটেন্সি'-র মালিক সেলিম আহমেদ ১০০ টাকার বিনিময়ে এন্ট্রি ফর্ম বিক্রি করে চলেছেন। যাতে 'রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলস অন লাইন'-এর ঠিকানা ছাপা আছে। কিন্তু তাদের কাছে বাংলাদেশ সরকারের নির্দিষ্ট দপ্তরের কোনো কাগজপত্র তারা দেখাতে পারেননি। এমতাবস্থায় সঙ্গত কারণেই প্রতারণার প্রশ্নটি চলে আসে। কারণ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শুধু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীই একমাত্র উপযুক্ত ও যোগ্য প্রতিষ্ঠান বলে বিবেচিত হতে পারে। এছাড়া অন্য যারাই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাগজপত্র ছাড়া এ জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে তারাই জনগণের সঙ্গে এবং সর্বোপরি দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্টের সঙ্গে জড়িত বলে বিবেচিত হবে।

লেখা ও ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটো**